ডবল বিদেশী বাচ্চাদের সাথে বাপদাদার অন্তরঙ্গ আলাপচারিতা

আজ বাপদাদা ডবল বিদেশী বাচ্চাদের সাথে বিশেষভাবে মিলিত হতে এসেছেন । বাচ্চারা সবাই দূর-দূরান্ত থেকে নিজেদের সুইট হোমে পৌঁছে গেছে, যেখানে তোমরা সর্বপ্রাপ্তির অনুভব করার বরদান নিজে থেকেই লাভ করো । এই বরদান ভূমিতে বরদাতা বাবার সাথে তোমরা মিলনের জন্য এসেছ । বাপদাদাও কল্প কল্পের সর্বাধিকারী বাচ্চাদের দেখে পুলকিত । বাপদাদা মনে মনে টের পাচ্ছেন, ভারতের কাছাকাছি রয়েছে এমন অনেক আত্মা আকুল আকাঙ্ক্ষায় এখনও খুঁজে বেড়াচ্ছে । যতই হোক, ডাবল্ বিদেশী বাচ্চারা সাকার রূপে দূর-দূরান্তে থেকেও তাদের বাবাকে দূর থেকেই চিনতে পেরে, তাদের অধিকার লাভ করে নিয়েছে । যারা দূরে বসে আছে তারা কাছের হয়েছে আর যারা কাছের তারা দূরের হয়েছে । এইরকম বাচ্চাদের ভাগ্যের চমত্কারিত্ব দেখে বাপদাদাও হর্ষিত হন । আজ সূক্ষ্মবতনে বাপদাদা ডবল বিদেশী বাচ্চাদের বিশেষত্ব সম্পর্কে মন খুলে অন্তরঙ্গ আলাপচারিতা করছিলেন । ভারতবাসী বাচ্চারা এবং বিদেশী বাচ্চারা, উভয়েরই তাদের নিজের নিজের বিশেষত্ব রয়েছে । আজ তারা বাচ্চাদের চমত্কারিত্বের মহিমা গাইছিল । তুমি কী ত্যাগ করেছিলে, আর ভবিষ্যতে কী প্রাপ্তি করেছ ? বাচ্চারা, বাবা তোমাদের চাতুরী দেখছিলেন যে তোমরা কোনো কিছু ত্যাগ না করেই কিভাবে তোমাদের ভাগ্য লাভ করছ ! সওদা করার ক্ষেত্রে তোমরা অতি চতুর ব্যাপারী । প্রথমে তোমরা প্রাপ্তির অনুভব করলে, ভালো প্রাপ্তি দেখে তখন তোমাদের ব্যর্থ জিনিস ত্যাগ করলে ! তাহলে তোমরা কী ত্যাগ করলে আর কী প্রাপ্তি হলো ! যদি সেগুলোর লিস্ট বানাও তবে কী রেজাল্ট আসবে ! তোমরা এক ছেড়েছ আর শতক পেয়েছ ! তাহলে এটা ছাড়া হলো নাকি পাওয়া হলো ? তোমরা কী কখনও ভেবেছ যে তোমরা বিশ্বের এমন বিশেষ, শ্রেষ্ঠ আত্মা হবে, যাদের বাবার সাথে ডাইরেক্ট সম্বন্ধ থাকবে ? তোমরা কখনও ভেবেছিলে খৃষ্টান হয়ে কৃষ্ণপুরী যেতে পারবে ? তোমরা ধর্মপিতার ফলোয়ার ছিলে । বৃক্ষকান্ডের বদলে তোমরা ডালপালায় আটকে গেছ । যাই হোক, এখন তোমরা ভ্যারাইটি কল্পবৃক্ষের কান্ড আদি সনাতন ব্রাহ্মণ তথা দেবতা ধর্মের হয়ে গেছ । তোমরা ফাউন্ডেশন হয়েছ । এইরকম প্রাপ্তি দেখে তোমরা কি ত্যাগ করেছ ? অল্পকালের নিদ্রাকে জিতেছ । তোমরা নিদ্রায় শয়ন (হিন্দিতে সোনা) ছেড়েছ আর নিজে সোনায় পরিণত হয়ে গেছ । বাপদাদা ডবল বিদেশী বাচ্চাদের ভোরবেলা উঠে প্রস্তুত হওয়া দেখে মৃদু মৃদু হাসেন । তোমরা যারা আরাম ক'রে নিজের সময়মতো উঠতে তারা এখন কিভাবে উঠছ ? তোমরা নিদ্রা ত্যাগ করেছ । কোনো কিছু ছাড়ার আগে তোমরা নিজেদের ভাগ্য দেখেছিলে । অমৃতবেলার অলৌকিকতা অনুভব করার পর এই নিদ্রা কেমন লাগে ? তোমাদের পানভোজন (খাদ্যাভ্যাস) ত্যাগ করেছ নাকি অসুস্থতা ত্যাগ করেছ ? পানভোজনের ত্যাগ (অশুদ্ধ আহার ত্যাগ) অর্থাত্ অনেক রোগ থেকে রেহাই পাওয়া । তোমরা মুক্ত হয়েছ, তাই না ! আর বদলে হেলথ্ - ওয়েল্থ তোমরা লাভ করেছ । এই কারণে তোমাদের পাকা সওদাগর বলা হয়েছে । বিদেশী বাচ্চাদের অন্য এক বিশেষত্ব দেখেছিলেন, যেদিকেই তারা নিজেদের ব্যস্ত রাখে সেদিকেই তারা তীব্রগতিতে চলতে থাকে । তীব্রগতিতে চলার কারণ এটাই যে তারা সবকিছুর পূর্ণ (full) প্রাপ্তিও করতে চায় । খুব ফাস্ট (দ্রুত গতিময় জীবন) চলার কারণে, চলতে চলতে কখনো কখনো যদি মায়ার সামান্য বাধাও আসে তবে তোমরা খুব দ্রুত (ফাস্ট) ভীতও হয়ে যাও । কি হলো ! এইরকমও কি হয় ! তোমরা আশ্চর্যজনক স্থিতিতে পড়ে যাও । তবুও তোমাদের প্রবল অনুরাগের কারণে বিঘ্ন অতিক্রম ক'রে, ভবিষ্যতে আরও তেজঃপূর্ণ হতে

থাকো । তোমার লক্ষ্যে এগিয়ে চলায় তুমি মহাবীর, পলকা তো নও, তাই না ? যারা ভীত, তোমরা তো তারা নও, তাই না ! তোমরা ড্রামা তো খুব ভালো করো । ড্রামায় মায়াকে দূরে সরানোর সাধনও খুব ভালো বানাও । তাই তো এই বেহদ ড্রামায় তোমরা পার্টধারীরা সাহসভরে কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়া যোদ্ধা, তোমরা কি তাই নও ! ভালোবাসা আর মেহনত এই দুইয়ের মধ্যে ভালবাসায় থাকো নাকি মেহনতে ? সদা বাবার স্মরণে তোমরা বিভোর হয়ে থাকো নাকি বারে বারে স্মরণ করো ? বা স্মৃতিস্বরূপ হয়েছ ? সদাসর্বদা তোমরা বাবার সাথে থাকো নাকি যাতে সদা বাবার সাথ থাকে, তার মেহনতে জুড়ে থাকো ? যারা বাবা সমান হচ্ছে তারা সদা স্বরূপ হয়ে থাকে, স্মৃতিস্বরূপ, সর্বগুণস্বরূপ, সর্বশক্তিস্বরূপ । স্বরূপের অর্থ হলো নিজের রূপ সাধনার লক্ষ্য সদৃশ হয়ে যাওয়া । তেমন নয় যে গুণ বা শক্তি আলাদা হবে ; সেইসবই তোমার রূপে অন্তর্লীন হয়ে যাবে, ঠিক যেমন দুর্বল সংস্কার বা কোনো অপগুণ দীর্ঘ সময় ধরে তোমার স্বরূপ হয়ে গেছে । এইসব ধারণ করতে তোমায় কোনো মেহনত করতে হয়না, কারণ এইগুলো তোমার ন্যাচারাল নেচার হয়ে যায় । তুমি চাইছ সেগুলো ছাড়তে, উপলব্ধি করছ যে এটা হওয়া উচিত্ নয় । কিন্তু কখনও কখনও না চাইতেও সময় সময়ে আবার সেই নেচার বা ন্যাচারাল সংস্কার নিজের কাজ করে নেয় কারণ এটা তোমার স্বরূপ হয়ে গেছে । একইভাবে, সমস্ত গুণ, সমস্ত শক্তি তোমার আদিরূপ হয়ে যায়, একেই বলা হয় বাবা সমান । তাহলে, তোমরা সবাই নিজেকে এইরকম প্রতিমূর্তি (স্বরূপ) অনুভব করো ? এটাই তো তোমার লক্ষ্য, তাই না ! প্রাপ্তির ক্ষেত্রে তোমরা পরম (fully) প্রাপ্তি পেতে চাইছ নাকি অল্পতেই খুশি ? তোমরা কি চন্দ্রবংশী হবে ? (না) চন্দ্রবংশী রাজ্যও কম নয় ! সূর্যবংশী কতজন হবে ? তোমরা সবাই যারা এখানে বসে আছ সূর্যবংশী হবে ? রামের মহিমা কম নয় ! এটা খুব ভালো যে তোমাদের উত্সাহ উদ্যম সদা শ্রেষ্ঠ ।

তোমরা কি জানো, বিশ্বের আত্মারা তোমাদের থেকে কি চায় ? এখন সব আত্মা, তোমাদের অর্থাত্ পূজ্য আত্মাদের প্রত্যক্ষ রূপে পাওয়ার জন্য ডাকছে । তারা শুধু বাবাকে ডাকছে না, বাবার সাথে তোমরা অর্থাত্ পূজ্য আত্মাদেরও ডাকছে । তারা সবাই উপলব্ধি করছে, তাদের মেসেঞ্জার, দেবদূত বা দেব আত্মা আসবে, আমাদের জাগিয়ে সাথে করে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে । বিশ্বের এই আহ্বান কে পূরণ করবে ?

তারা অপেক্ষা করছে তোমরা পূজ্য, দেব-আত্মাদের জন্য । তারা চাইছে তাদের ইষ্ট দেবতা এসে তাদের জাগিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যাক । তার জন্য তোমরা কি প্রস্তুতি নিচ্ছ ? এই কনফারেন্সের পরে দেবতা প্রত্যক্ষ হবেন । এখন স্বতন্ত্রভাবে এবং সমবেতভাবে কনফারেন্সের আগে নিজেকে শ্রেষ্ঠ আত্মা রূপে প্রত্যক্ষ করানোর প্রোগ্রাম বানাও । এই কনফারেন্সের দ্বারা নিরাশা থেকে তাদের আশার অনুভব করাতে হবে । উদ্ঘাটনে তোমরা সেইসব দীপ জ্বালাবে, নারকেলও ভাঙবে । তার সাথে সাথে সকল আত্মাদের প্রতি তোমরা শুভ আশার দীপও জ্বালাবে । যেমন তোমরা নারকেল ফাটাও, তাদের লক্ষ্য উপলব্ধি করার জন্য সেইরকমভাবে আঘাত করে তাদের দর্পচূর্ণ করতে হবে । অতএব, বিদেশী এবং ভারতবাসী, উভয়ে মিলে আগে থেকেই এমন প্রস্তুতি ক'রে রাখতে হবে । একমাত্র তখনই হবে মহাতীর্থের প্রত্যক্ষতা । প্রত্যক্ষতার কিরণ বাবার ঘর থেকে দিগ্-দিগন্তে ছড়িয়ে পড়তে হবে । তোমরা বলো যে, বিশ্বের জন্য আবু লাইটহাউজ । এই লাইট অন্ধকারের মাঝে নব জাগরণের অনুভব করায়, এই কারণেই তোমরা সবাই এসেছ, তাই না ! নাকি শুধু নিজেই রিফ্রেশ হয়ে চলে যাবে ?

সব ব্রাহ্মণের সম্মিলিত এক সংকল্পের কাজই সফলতার আধার । সবার সহযোগ প্রয়োজন । নগরদুর্গের একটা ইঁটও যদি কমজোর হয় তবে সমগ্র দুর্গই নড়ে যেতে পারে । এই কারণে, ছোট-বড় তোমরা সবাই, এই ব্রাহ্মণ পরিবারের দুর্গের ইঁট, সেইজন্য একই সংকল্পের দ্বারা কার্যকে সফল করতে হবে । সবার মন থেকে এই আওয়াজ বের হতে হবে, এটা আমার দায়িত্ব । আচ্ছা - বাচ্চারা যত স্মরণ করে বাবাও ততই স্মরণে স্নেহ দেন । আচ্ছা ।

এইরকম সদা দৃঢ় সংকল্প করে, সফলতার জন্ম-সিদ্ধ অধিকার লাভ করে, সদা নিজের শ্রেষ্ঠ ভাগ্যকে স্মৃতিতে রাখার উপযুক্ত, নিজের বিশেষত্ব সদা কার্যে পরিণত করে, সদা সব কার্যে যা বাবার কার্য তাই আমার কার্য, এইরকম অনুভব করে, সব কার্যে বেহদের স্থিতিতে থাকে, এমন বিশাল বুদ্ধির বাচ্চাদের স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার ।

পার্টিদের সাথে বাপদাদার সাক্ষাত্কারঃ

ব্রাজিল গ্রুপঃ- দূরত্বের হিসেবে তোমাদের দেশ সবচেয়ে দূরে, কিন্তু তোমরা আত্মারা হৃদয়ের সবচেয়ে কাছে, তাই না ! দূরে থাকা সত্ত্বেও সদা নিজেকে বাবার সাথে অনুভব করো, তাই না ? আত্মা উড়ন্ত বিহঙ্গ হয়ে সেকেণ্ডে বাবার বতনে, মধুবনে পৌঁছে যায়, তাই তো ! সদা পরিক্রমণ করছ ? বাচ্চারা, বাবা তোমাদের অনুরাগ মনে মনে উপলব্ধি করছেন এবং গভীরতম অনুভূতিতে সাকাররূপে এতদূর থেকেও মধুবনে আসার জন্য কিভাবে মেহনত ক'রে এখানে পৌঁছাচ্ছ, সেটাও তিনি বুঝতে পারছেন । বাবা এইজন্য তোমাদের অভিনন্দন জানান । বাপদাদা ভবিষ্যতের জন্য বরদান দেন, সদা বিজয়ী হয়ে অন্যকেও বিজয়ী বানাও । আচ্ছা -

১০-০৯-১৭ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "অব্যক্ত বাপদাদা" রিভাইস : ০৬-০১-৮৩ মধুবন

নিরন্তর সহজ যোগী হওয়ার সহজ যুক্তি

আজ, বাগিচামালিক তাঁর বাগানের ভ্যারাইটি সুরভিত পুষ্পসকল দর্শন ক'রে পুলকিত । বাপদাদা ভ্যারাইটি রূহানী পুষ্পের সুগন্ধ নিচ্ছিলেন এবং তাদের রূপের সৌন্দর্য্য বিবেচনা ক'রে তাদের সবার বিশেষত্বের গীত গাইছিলেন । তোমাদের যাকেই তিনি দেখছেন, প্রত্যেকেই একে অপরের থেকে অধিক প্রিয়, শ্রেষ্ঠ । তোমরা নম্বরক্রমে হওয়া সত্ত্বেও বাপদাদার কাছে লাস্ট নাম্বারও অতি প্রিয়, কারণ যদিও তোমরা তোমাদের যথাশক্তি প্রয়োগে মায়াজিত্ হওয়ার ক্ষেত্রে কমজোর, তবুও বাবাকে চিনে অন্তর থেকে যদি একবারও 'আমার বাবা ' বলো তবে বাপদাদা, করুণার সাগর রিটার্নে এইরকম বাচ্চাদের শতগুণে রূহানী ভালবাসা দিয়ে নজর করেন, তাঁর দৃষ্টিতে থাকে যে, তোমরা তাঁর বাচ্চা, বিশেষ আত্মা । তিনি তোমাদের সেই দৃষ্টিতে দেখেন, কারণ তোমরা অন্ততঃ বাবার তো হয়েছ, তাই না ! অতএব, তাঁর হওয়ার কারণে বাপদাদা স্নেহের এবং ক্ষমার দৃষ্টিতে বাচ্চাদের সদা সামনে এগিয়ে দিতে থাকেন । এই রূহানী আমিত্বের স্মৃতি এইরকম বাচ্চাদের শক্তিতে পরিপূর্ণ হওয়ার আশীর্বাদ হয়ে যায় । বাপদাদার মুখ দ্বারা আশীর্বাদ দেওয়ার আবশ্যকতা হয়না, কারণ মুখ নিঃসৃত শব্দ বা বাণী সেকেন্ডারী ব্যাপার, সেক্ষেত্রে স্নেহের সংকল্প শক্তিশালী এবং তোমাকে নম্বর ওয়ান প্রাপ্তির অনুভব করায় । এই সূক্ষ্ম সংকল্পের সাথে বাপদাদা, মাতাপিতার উভয়রূপে সব বাচ্চার পালন

করেন । জাগতিক জীবনেও তাদের হারানিধি সন্তানকে মাতাপিতা অত্যন্ত শক্তিশালী শক্তির দ্বারা মনে মনে গুপ্ত ভাবে লালন পালন করেন । তোমরা এটাকে বলো বিশেষ আদর যত্ন । অতএব, বাপদাদা সূক্ষ্মবতনে বসেও বাচ্চাদের বিশেষ আদর যত্ন বা অতিথিসেবা দিচ্ছেন। যখন তোমরা মধুবনে আসো, সেই একই উপায়ে তোমাদের বিশেষ আতিথেয়তা করা হয়, তাই না ! বাপদাদা বতনে সব বাচ্চাকে আকারী ফরিস্তা রূপে আহ্বান ক'রে তাদেরকে তাঁর সমুখে আসতে বলেন । কারণ, তোমরা সর্বাধিকারী বাচ্চা । বাচ্চারা, তিনি তাঁর সংকল্পের দ্বারা সূক্ষ্ম আতিথেয়তা দানে তোমাদের বিশেষ বল দিয়ে ভরপুর করেন । এক হলো তোমাদের নিজের পুরুষার্থ দ্বারা শক্তিপ্রাপ্ত হওয়া, আর এটা হলো মাতাপিতার থেকে স্নেহের পালনার স্বরূপ হয়ে বিশেষ আতিথেয়তা লাভ করা । ঠিক একইভাবে এখানেও কিছু বাচ্চা বিশেষ আতিথ্য লাভ করে । নিয়ম অনুসারে, বিভিন্ন রকমের ভোজ্য বস্তু দিয়ে তোমরা বিশেষ সমাদরে অর্পণ করো; এক্সট্রা জিনিস দেওয়া হয় । এইরকম ব্রহ্মা মায়েরও বাচ্চাদের প্রতি বিশেষ স্নেহ আছে । ব্রহ্মা মা বাচ্চাদের আনন্দোচ্ছল সমারোহ ব্যতীত সূক্ষ্মবতনে থাকতে পারেননা । তাঁর এই মমত্ববোধ রুহানী । সূক্ষ্ম স্নেহের আহ্বানে, বাবা বাচ্চাদের স্পেশাল গ্রুপ ইমার্জ করেন । সম্ভবতঃ তোমাদের মনে আছে, কিভাবে সাকার দিনগুলোতে বাবা বিশেষ স্নেহস্বরূপে সব গ্রুপকে আমন্ত্রণ জানাতেন এবং তাদের নিজের হাতে খাওয়াতেন আর চিত্তবিনোদন করতেন । সেই সংস্কারই প্র্যাকটিকালি এখনও চলছে । এতে শুধু তোমাদের বাবা সমান ফরিস্তা স্বরূপধারী হয়ে অনুভব করতে হবে । বাচ্চারা, অমৃতবেলায় ব্রহ্মা মা তোমাদের ডাকেন, "এসো বাচ্চারা, এসো বাচ্চারা" বলে তোমাদের বিশেষ শক্তির পৌষ্টিক আহার করান । বাবা যেমন এখানে সাকারে থাকাকালীন ঘৃত খাইয়ে তোমাদের এক্সারসাইজ করাতেন, তাই না! তো বাবা বতনে ঘি-ও খাওয়ান অর্থাৎ সূক্ষ্মবতনে সূক্ষ্ম শক্তির ঘৃত দেন এবং অভ্যাসের এক্সারসাইজও করান। বুদ্ধিবল দ্বারা ভ্রমণও করান। এক মুহূর্তে পরমধাম তো পরমুহূর্তে সূক্ষ্মবতনে পরিভ্রমণ, তো এখনই সাকারী ব্রাহ্মণ জীবনে । তিনলোকে দৌড়ের রেস করান, যাতে বাবার এই বিশেষ আদর সৎকার তোমাদের জীবনের অঙ্গ হয়ে ওঠে । তাহলে, শুনলে তো, ব্রহ্মা মা কি করেন ?

ডবল বিদেশী বাচ্চাদের ছুটির দিনে দূরে এক্সকার্শনে (শিক্ষামূলক প্রমোদভ্রমণ) যাওয়ার অভ্যাস আছে । তাই বাপদাদাও ডাবল্ বিদেশী বাচ্চাদের বিশেষ নিমন্ত্রণ দিচ্ছেন । যখনই ফ্রী হবে সূক্ষ্মবতনে এসো ! সাগর কিনারে নোংরা বালুতে যেওনা । জ্ঞানসাগরের তীরে এসো । বিনা খরচায় অনেক প্রাপ্তি হবে । সূর্যকিরণ, চন্দ্রকিরণ অনুভব কোরো, পিকনিকও কোরো আর খেলাধুলাও কোরো । তবে, আসতে হবে কিন্তু তোমার বুদ্ধিরূপী বিমানে । সবার বুদ্ধিরূপী বিমান এভাররেডি, তাই না ! সংকল্পের সুইচ শুধু স্টার্ট করো, তুমি সেখানে পৌঁছে যাবে । তোমাদের সবার বিমান তৈরি আছে, তাই না ! নাকি কখনও কখনও স্টার্ট হয়না বা পেট্রল কম হয়ে গেলে মাঝপথেই ফিরে আসো ! এমনিতে, সেখানে তো এক সেকেণ্ডে পৌঁছানোর ব্যাপার ! তোমাদের সবার ডাবল্ রিফাইণ্ড পেট্রল প্রয়োজন । ডাবল্ রিফাইণ্ড পেট্রল কি ? এক হলো নিরাকারী হওয়ার নিশ্চয়ের নেশা যে "আমি আত্মা, বাবার বাচ্চা ।" আরেক হলো, সাকাররূপে বাবার সাথে সর্বসম্বন্ধের নেশা । শুধু বাবা আর বাচ্চার সম্বন্ধের নেশা নয়, প্রবৃত্তি মার্গ পবিত্র পরিবার । সুতরাং, বাবার থেকে সর্ব সম্বন্ধের মাধুর্যের নেশা সাকাররূপে চলতে ফিরতে অনুভব করা উচিত । এই নেশা এবং খুশি নিরন্তর তোমাদের সহজযোগী বানিয়ে দেয় । এই কারণে নিরাকারী এবং সাকারী হওয়ার ডাবল্ রিফাইণ্ড বিধি আবশ্যক । আচ্ছা ।

আজ তো বাবাকে পার্টিদের সাথে সাক্ষাত্ করতে হবে এবং সেইজন্য বাবা তোমাদের সাকারী এবং নিরাকারী বিষয়ে অন্য কোনো সময়ে বলবেন । সার্ভিসের প্রত্যক্ষ ফল এবং সব নির্দেশের আজ্ঞা পালনকারী ডাবল্ বিদেশী বাচ্চাদের বাপদাদা বিশেষ অভিনন্দন জানাচ্ছেন । তোমরা সবাই ভালো বড় গ্রুপ সাথে নিয়ে এসেছ । তোমরা বাপদাদাকে এই সকলের সবচেয়ে ভালো ও বেশ বড় পুষ্পস্তবক উপহার দিয়েছ । এটা করার জন্য বাপদাদা তাঁর হৃদয়ের অনেক স্নেহ দিয়ে নির্ভরযোগ্য বাচ্চাদের বরদান দিচ্ছেন, "অবিনশ্বর জীবনে অবিরাম এগিয়ে চলো" আচ্ছা !

চারিদিকের স্নেহী বাচ্চারা, যারা স্মরণ এবং সেবায় গভীর অনুরাগে নিয়োজিত, যারা বাবাকে প্রত্যক্ষ করার নিমিত্ত হয়েছে সেই হারানিধি বাচ্চাদের সেবার রিটার্নে এবং তোমাদের স্মরণের রিটার্নে চিরন্তন স্নেহ । এইরকম অবিনাশী গভীর ভালোবাসায় যারা রয়েছে, তাদের অবিনাশী স্মরণ স্নেহ এবং নমস্কার ।

বরদানঃ- সব কর্মে নিরন্তর রুহানী নেশা নিজে অনুভব করতে এবং অন্যদেরও অনুভব করাতে সক্ষম এমন সৌভাগ্যবান ভব

সঙ্গমযুগে, তোমরা বাচ্চারা সবচেয়ে বেশী সৌভাগ্যবান, কারণ, স্বয়ং ভগবান তোমাকে পছন্দ করেছেন । তোমরা বেহদের মালিক হয়ে গেছ । তোমার নাম ভগবানের ডিকশনারির 'হু ইজ্ হু ' -তে আছে । তোমরা বেহদের বাবাকে খুঁজে পেয়েছ, তোমরা বেহদের রাজ্যভাগ্য লাভ করেছ এবং বেহদের খাজানা পেয়েছ । সদা বেহদের এই রুহানী নেশায় থেকে অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভব করতে এবং করাতে থাকো, তবে তোমাকে বলা হবে সৌভাগ্যবান ।

স্লোগানঃ- সেবার জন্য সাধন ইউজ করো, আরামপ্রিয় হওয়ার জন্য নয় ।